নাট্যশালার নিবেদন

মাঝিপুরের ইতিকথা

রচনা: দিব্যেন্দু ভট্টাচার্য্য
[An Original Play by Dibyendu Bhattacharyya]

চরিত্রলিপি:

উদাস মাঝি
কেষ্ট
কল্লোল সেন
বিশাল বর্মন
নিবারণ রায়
বিষ্ণু
ভোম্বল
বিদ্যুৎ

http://www.natyoshala.org

[মঞ্চের মাঝখানে একটি চায়ের দোকান। দোকানে দুটি বেঞ্চ, ছোট একটি শেলফ, কাচের জার, গেলাস, ওকটি উনুন ও চায়ের কেটলি। শেলফের পেছনে লেখা 'কেষ্টর চা ও টা"। মঞ্চের বাঁদিকে একটা ভাঙা উল্টানো ডিঙি। মঞ্চের ডান দিকে 'মাঝিপুর' রেলস্টেশনের সাইনবোর্ড। চায়ের দোকানের মালিক কেষ্টকে উনুন ধরাতে দেখা যায়। পাশে একটা ভাঙা রেডিয়ো।]

{Light: LS and RS both are focusing on Kesto (get progressively brighter from completely dark condition; color filters (green/Blue) must be used at this point. Random flashes of ST should be used for lightning}

বিদ্যুৎ এর চমক দেখা যায়; নেপথ্যে ঝড় ও বৃষ্টির শব্দ শোনা যায়। রেডিয়োতে খবর শোনা যায়।static noise এর দরুন মাঝে মাঝে খবর ভালো শোনা যায় না।

নেপথ্য: প্রধানমন্ত্রী আজ বন্যাদূর্গত এলাকাগুলি আজ হেলিকপ্টার যোগে ভ্রমন করেছেন....পরে তিনি সাংবাদিকদের কাছে বলেন.....রাষ্ট্রীয় বির্পযয়। ...এলাকা থেকে আমাদের নিজস্ব সংবাদদাতা জানাচ্ছেন অন্তত দশহাজার মানুষ গৃহহীন।.....পরগনার সেন্ট্রাল জেল থেকে আজ ছয়জন কয়েদী পলাতক হয়েছেন। দূর্যোগের ফলে আজ জেলের পশ্চিম পাঁচিল ভেঙে যায়.... জানাচ্ছেন যে পলাতকদের মধ্যে অন্তত দুজন ব্যাঙ্কডাকাত এবং মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত একজন খুনের আসামী ছিলেন।.....আসামী সত্য সাঁপুই অত্যন্ত বিপজ্জনক এবং সম্ভবত সশস্ত্র।.....আজ দূর্যোগের ফলে ভারত ও ইংল্যাণ্ডের তৃতীয় টেষ্ট ম্যাচ বাতিল করা হয়েছে.....।

[উদাস মাঝি কল্লোলকে কাঁধে ধরে প্রবেশ করে]

{Lights: ST off; LS & RS both are on blue filter}

উদাস: কেষ্ট.. এই শালা মাউরা কেষ্ট...আরে এই কেষ্ট....আরে এই ব্যাটা হাফ মাউরা!

কেষ্ট: আরে চিল্লাতা কিউ হ্যায় ভাই.....দোকান তো খুলা হ্যায়.... আরে এ কৌন আছেরে উদাস?

উদাস: সুকনার চরে পড়েছিল...মনে হয় ভোলা সদ্দারের দল সব লুটেপুটে নিয়েছে।

কেষ্ট: তুই দেখতে পেলি?

উদাস: হ্যারে শালা। জোয়ারের যা টান, নৌকা চরে লাগানো যায় না, আর তুই তো জানিস আমার ছোট নৌকা, মাছের সাথে দুই মানুষ আঁটে না।

কেষ্ট: ফির?

উদাস: এক পাত্তর দে তো!

কেষ্ট: চা আভি নেই মিলে গা ভাই। জল-

উদাস: আবে... চা কে চেয়েছে?...মাল দে!

কেষ্ট: এ ভোরবেলা তু মাল খাবি?

উদাস: হতভাগা এই বাংলা হিন্দীর জগাখিচুরি বন্ধ করে তুই আমাকে মাল দে!

কেষ্ট: লেকিন এ কৌন (কল্লোলকে দেখিয়ে) আছে?

উদাস: তুই... মাল.... দিবি?

কেষ্ট: দে রহা হু ভাই..(একটা বোতল উনুনের পেছন থেকে বার করে দেয়) ইয়ে লে.. শালা..খাকে মর!

উদাস: (গলায় মদ ঢেলে) হ্যারে শালা মরবো। হ্যা যা বলছিলাম.... আজ নদী শালা উথাল পাথাল...হঠাৎ দেখি সুকনার চরে এই শালা পড়ে আছে....আমি তো ভেবেছিলাম হরিন টরিন-

কল্লোল: জ.....ল,.....জল-

কেষ্ট: হাঁ হাঁ বাবু... এই নিন জল (কল্লোলের গলায় জল ঢেলে দেয়)।

উদাস: বাবু!... শালা যেই একটু ভাল জামা কাপড় দেখেছে অমনি 'বাবু'?...ক'ই আমাকে তো বলিস না?

Light Symbols: LS = Left Spot; RS = Right Spot; FL= Flood; ST=Strobe

কেষ্ট: তোকে শালা কেনো বাবু বলব?
উদাস: সেই তো.... আমাকে কেন বলবি! শালা পাঁচমেশালী বেজাতের মাল-
কেষ্ট: এ উদাস মুখ সামলে কোথা বোলবি-
উদাস: কেন রে কি করবি? হাজার বলব তুই শালা পাঁচমিশেলী...তোর বাপ হিন্দুস্হানী মা তেলেগু আর মানুষ হয়েছিস তুই বাঙালীর কাছে... তুই পাঁচমিশেলী না তো-
কেষ্ট: খবরদার বহত বুরা হো যায়গা-
উদাস: তুই শালা পাঁচমিশেলী....তোর ভাষা পাঁচমিশেলী......... তোর ব্যবসা পাঁচমিশেলী!
কেষ্ট: কিউ?
উদাস: শালা চায়ের দোকানের তলায় তলায় মাল বেচিস।
কেষ্ট: সে তো তোদের মতো মাতাল লোকেদের জন্যে-
উদাস: ও! আর বাবুদের বুঝি খালি চা বেচিস-
কল্লোল: Excuse me!
কেষ্ট: বাবুটা কিছু জিগ্গেস করছে বোধহয়!
কল্লোল: Excuse me, can I make a call from some pace here?
উদাস: (কিছুক্ষন থেমে) ওটা বোধহয় ইংজিরীতে গোঙানোর শব্দ...... জল চাইছে আবার বোধহয়!
কেষ্ট: কিন্তু জল চাইলে তো ‘ভাটার ভাটার’ বলে... হামি উকিলসাবকে বলতে শুনেছি।
কল্লোল: Can I make a phone call? একটা টেলিফোন করতে পারি?
উদাস: এইতো জ্ঞান এসে গ্যাছে...বাংলায় কথা বলছে....কি হাবিজাবি বকছিলে ভাই?
কল্লোল: হাবিজাবি?
উদাস: হ্যা ঐ তো-
কেষ্ট: ইংজিরীমে গুনগুন কর রহা থা।
উদাস: চুপ কর শালা মাউরা!
কল্লোল: আমি বলছিলাম যদি একটা ফোন করা যায়।
কেষ্ট: ফোন? দোদিন সে সব ফোন ডেড হ্যায় বাবুজী, সেলফোন মে ভি টাওয়ার মিলছে না।
কল্লোল: তাহলে তো খুব মুশকিল!
উদাস: আরে মুশকিল বলে মুশকিল! আর দুদিন এরকম চললে এই ফালতু ধেনোর সাপ্লাই ও বন্ধ হয়ে যাবে (হাতের বোতল দেখায়)।
কল্লোল: কেন?
উদাস: কোথায় থাকো ভাই....এত বন্যা হচ্ছে জানো না?
কেষ্ট: বহত বারিষ হো রহা হ্যায় বাবুসাব; এ মেঘনা নদীর ওপর বাধ ভি টুট গয়া হ্যায়। ফোন ডেড... লোড শেডিং.... অউর আজ সে রেল লাইন ভি টুট গয়ে।
উদাস: বলিস কি? প্লাটফর্মে ঐ যে একটা গাড়ী দাড়িয়ে আছে।

[বিদ্যুৎ রায়ের প্রবেশ, পরনে রেলের টিকিট চেকারের পোষাক]

{Lights: LS & RS no filter, full power; FL turned on}

বিদ্যুৎ: সে গাড়ী কাল রাত থেকে দাড়িয়ে আছে উদাস... স্টেশন মাষ্টারের হুকুম পেলেই সে গাড়ী শান্টিং দিয়ে শেডে চলে যাবে। কাল রাত থেকে কোন গাড়ী আসছে না বা যাচ্ছে না। বদরগঞ্জ জংশনের কাছে লাইন ভেসে গ্যাছে।
কেষ্ট: কোন খবর আছে কি টিটিসাব কি গাড়ী কখন আসবে?
বিদ্যুৎ: না হে কেষ্টরাম... বুঝতে পারছি যে তোমার ব্যবসায় মন্দা যাচ্ছে... ইন ফ্যাক্ট আমার ব্যবসার-ও মন্দা যাচ্ছে...ট্রেন না চললে তো আর এটা সেটা হয় না...কিন্তু unfortunately কোন খবর নেই। স্টেশন মাষ্টারের ঘরের ফোনটা যাও বা কাজ করছিল... এখন সেটাও ডেড।
কল্লোল: তার মানে আমরা এখন সভ্য জগত থেকে বিচ্ছিন্ন?

বিদ্যুৎ: সেটা বলতে পারেন, মাঝিপুরে সভ্যলোক বড় একটা থাকে না। তবে নৌকা আর স্টীমার চলছে বোধহয়... তাই না উদাস?

উদাস: আজ্ঞে উকিল কর্ত্তা, ইষ্টিমার তো প্রায় এক হপ্তা বন্ধ, আর পেরাইভেট ফেরি কিছু চলছিল..... তাও কাল থেকে বন্ধ। এখন শুধু ভোলা র্সদ্দার আর আমাদের জেলেদের দল।

বিদ্যুৎ: ভোলা র্সদ্দার এখন'ও উৎপাত করছে?

কেষ্ট: হা বাবু।

উদাস: কি করবে...খেতে তো হবে....এই তো এনাকে ধরেছিল আজকে।

বিদ্যুৎ: আপনাকে ধরেছিল? আপনি...কে?

কল্লোল: আমার নাম কল্লোল সেন, আপনার?

বিদ্যুৎ: আমার নাম বিদ্যুৎ রায়, রেলে টিটির কাজ করি, এখানে... মানে এই মাঝিপুরেই থাকি।

কল্লোল: ওরা যে আপনাকে উকিল কর্ত্তা বলে ডাকছিলেন।

বিদ্যুৎ: ওহো.... সেটা দেখছি আপনার নজর এড়ায়নি। আসলে বুঝলেন না, ল পড়েছিলাম। মানে রেলের চাকরির পয়সায় তো খুব একটা হয় না-

উদাস: উপরি নিয়েও?

বিদ্যুৎ: চোপ... তা যা বলছিলাম। সেইজন্যে একটু প্রাইভেট লিগ্যাল প্র্যাকটিস করি রাতে... আর ছুটির দিনে কখনো পুজোও করে দি কারো কারো বাড়িতে।

উদাস: যাকে বলে ইংরেজী পাঁচ মিশেল,

কেষ্ট: ফির যদি ওকথা বলেছিস

উদাস: তোকে তো বলিনি।যাক গে.. এবার আপনার কথা বলুন... আপনাকে দেখে তো মাঝিপুরের লোক বলে মনে হয় না।

[পুলিশ ইন্সপেক্টর বিশাল র্বমনের প্রবেশ; নি:শব্দে উদাসের পিছন দিয়ে গিয়ে কেষ্টর দোকানের বেঞ্চে বসে। কেষ্ট চা দেয়]

কল্লোল: আজ্ঞে না। আমি দিল্লী থাকি....একটা NGO এর কাজে আমরা এই অঞ্চলে সার্ভে করছিলাম।আজ নদী পেরিয়ে ট্রেন ধরব ভেবেছিলাম। দেখি স্টীমার বন্ধ, তখন দুজন লোক একটা প্রাইভেট বোট নিয়ে যাচ্ছিল..বলল পার করে দেবে.... তারপর আমাকে এই চড়ায় নামিয়ে সবকিছু কেড়ে নিয়ে....তারপর আমার আর কিছু মনে নেই।

বিদ্যুৎ: কি সাঙ্ঘাতিক!

বিশাল: কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে যে সেই চরের থেকে আপনি এখানে আসলেন কি করে?

উদাস: সেলাম সাহেব। দেখতেই পাইনি কখন চুপিসারে চোরের মতন এসে পড়েছেন!

বিশাল: তোর সাহস তো কম নয় উদাস?

বিদ্যুৎ: দিনে দিনে বেড়েই যাচ্ছে!

উদাস: কেন কর্ত্তা?

কেষ্ট: শালা পুলিশকো চোর বোলতা হ্যায়।

উদাস: ও চোর পুলিশ এক'ই কথা।

কেষ্ট: মাপ করবেন হুজুর, ইসকো বাত সে বুড়া মত.........

কল্লোল: কেন চোর পুলিশ এক কথা কেন?

উদাস: এই যে কেষ্ট, ও তো চোর!

কেষ্ট: হামি চোর! কৌন সা চীজ চুরায়া ম্যায়নে?

উদাস: মালের পাইঁটের মাপে ঝাড়িস!.....জল মেশাস.....জানেন র্কত্তা .. এদ্দিন জানতাম যে গোয়ালারা দুধে জল মিশিয়ে চুরি করে......এ শালা মালে জল মেশায়....বুঝুন?

কেষ্ট: পাঁইটের মাপ একদম ঠিক... কোন জল নেই-

উদাস: জল নেই? .... শালা জল নেই? এই যদি শালা মেঘনার ওপারের নয়াপট্টির ননিবালার ধেনো হোতো... আহা..হা.... উফ্.... যেমন ধেনো তেমন লকলকে চেহারা... বুঝলেন কর্ত্তা; তা সেই ধেনো যদি হোতো...

তাহলে যতটা পেটে পড়েছে তাতে সবটা দুটো করে দেখতাম... কিন্তু এখন? সব শালা একটা করে দেখছি!... একটা উকিল......একটা চোর.... একটা পুলিশ-

কেষ্ট ও বিদ্যুৎ: চোপ!

উদাস: বাবা! চোরে উকিলে খুব এক কাট্টা!

কল্লোল: কিন্তু চোরে পুলিশে সমান কেন?

উদাস: কারন চোরে আর পুলিশে,.... দুজনেই নিবারন রায়কে সেলাম করে।

কেষ্ট: উদাস!!

বিশাল: নিবারন রায়কে বিশাল বর্মন সেলাম মারে না।ওরকম দুটাকার নেতা অনেক এসেছে গ্যাছে।....যাক গে আপনি (কল্লোলকে) বললেন না তো আপনি এখানে এলেন কি করে?

কল্লোল: আজ্ঞে!

বিশাল: আপনি তো বলছিলেন যে আপনি NGO'র লোক.... কোনো NGO তো মাঝিপুরে কাজ করছে বলে আমার জানা নেই..কোনো সার্ভের কথাও কিছুতো শুনিনি।

কল্লোল: আমরা নয়াপট্টি থেকে বিশ মাইল ইনটিরিয়রে কাজ করছিলাম। আমাদের BDO মানে বদরগঞ্জ BDO অফিস থেকে পারমিশন নেওয়া আছে।

বিশাল: সেটা চেক করে নেওয়া যাবে সহজেই। কিন্তু চরা থেকে আপনি কেষ্টর দোকানে এলেন কি করে?

কল্লোল: মানে আমি ঠিক-

বিশাল: আপনি তো আর উড়ে আসেননি আশা করি?

উদাস: আমি ওনাকে সুকনার চরে পড়ে থাকতে দেখি... আমি ওনাকে আমার নৌকা করে এখানে নিয়ে আসি।

বিশাল: তুই?

উদাস: হ্যা আমি র্কত্তা।

বিশাল: সুকনার চরে তুই কি করছিলি?

উদাস: মাছ ধরতে গিয়েছিলাম...

বিশাল: মাছ ধরতে সুকনার চরে? আমি তো জানি তোরা মোহনায় জাল ফেলিস.. সেতো বিশ মাইল উজানে... সুকনার চরে তুই কি করছিলি... এত উত্তরে?

উদাস: জোয়ারে নদী উথাল পাথাল। তাই ভয়ে মোহনায় যাইনি, তাই ভাবলাম...সুকনার দিকে যাই...মকবুল গপ্প করছিল যে সে একবার অনেক মাছ পেযেছিল সেখানে একবার-

বিশাল: তাহলে, তুই ভয়ে মোহনা যাসনি?

উদাস: হ্যা র্কত্তা।

বিশাল: ভয়ে তুই মোহনা না গিয়ে সুকনার চরে গিয়েছিলি?

উদাস: হ্যা!

বিশাল: নাকি বন্ধুর খোজ নিতে গেছিলি?

উদাস: বন্ধু? কি আবোল তাবোল বকছেন র্কত্তা!

বিশাল: হ্যা বন্ধু। সেন্ট্রাল জেলের পাঁচিল ভেঙে কিছু কয়েদী পালিয়েছে...তাদের কেউ কেউ সুকনার চরেও আশ্রয় নিতে পারে... ওটা তো তোদের খুব পছন্দের জায়গা ছিল.. না রে উদাস?

উদাস: কি বলছেন র্কত্তা!

{Lights: FL off; LS & RS both are on red filter}

কেষ্ট: আপনি কার কথা বাতাচ্ছেন হুজুর?

বিশাল: ফেরার কয়েদীদের মধ্যে সত্য'ও আছে।

[উদাস ও কেষ্ট হতবাক হয়ে যায়]

বিদ্যুৎ: সত্য? সত্য? মানে সত্য সাপুঁই?

বিশাল: হ্যা সত্য সাপুঁই। খুনী সত্য সাপুঁই, চোর সত্য সাপুঁই... বিশ্বাসঘাতক সত্য সাপুঁই, (থেমে উদাস ও কেষ্টর দিকে তাকিয়ে) তোদের পেয়ারের দোস্ত সত্য সাপুঁই।

উদাস: সে আমার বন্ধু নয়... বন্ধু নয়।

কেষ্ট: মেরা ভি দোস্ত নেহি হ্যায় ও।

কল্লোল: কে এই সত্য সাপুঁই?

বিশাল: এই উদাসকে জিজ্ঞাসা করুন...কি উদাস সব বীরত্ব কোথায় গেল?.....কেষ্ট ধেনো দে তোর বন্ধুকে!...তা পেলি তোর বন্ধুকে উদাস?

উদাস: সে আমার বন্ধু নয়-

বিশাল: দ্যাখা হল বন্ধুর সাথে?

উদাস: বলছি তো সে আমার বন্ধু নয়-

বিশাল: বন্ধু নয়? সত্য সাপুঁই উদাসমাঝি আর কেষ্টরাম হলো গে যাকে বলে তিন মূর্ত্তি.. আর বন্ধু নয়!...বুঝলেন কল্লোলবাবু.. আপনার আজকের উদ্ধারকর্ত্তা এক খুনীর দোস্ত।

উদাস: (দুহাত দিয়ে মাথা চেপে বসে পড়ে) কর্ত্তাবাবু আর বলবেন না.........

বিশাল: কেন রে শালা বলব না? হাজার বার বলব। পুলিশ আর চোর সমান! শালা!! নেহাত তোর বাপের সঙ্গে আমার বাপের পিরীত ছিল, ন'ইলে তোর বন্ধুর সঙ্গে তোকেও ঢুকিয়ে দিতাম সেবার। স্রেফ সুকনার চরে যাওয়ার জন্যেই তোকে হাতকড়া পারি জানিস?

বিদ্যুৎ: কেন?

বিশাল: আরে মশাই বদরগঞ্জ থেকে অর্ডার এসেছে, সত্য আর তার সঙ্গীদের দেখলেই গুলি-

বিদ্যুৎ: দেখলেই গুলি?

বিশাল: একদম

বিদ্যুৎ: মানে একদম shoot at sight?

বিশাল: এক্কেবারে-

কল্লোল: কিন্তু কে এই সত্য সাপুঁই?

{Lights: FL on; LS & RS no filter, full power}

বিশাল: বিদ্যুৎবাবু আপনি বলুন... ওসব গপ্প টপ্প আপনার আসে ভালো!

বিদ্যুৎ: ঠিক আছে বলছি কিন্তু আপনি মাঝে মাঝে ধরিয়ে দেবেন।

বিশাল: নো প্রবলেম..কেষ্ট এক ভাঁড় দে.. মানে গল্পের সঙ্গে এটা না হলে ঠিক জমে না-

কেষ্ট: দূর..মাল দে মাল!

বিদ্যুৎ: আপনি ইউনির্ফম পড়ে মাল খাবেন?

বিশাল: আচ্ছা এটা একটা কথা হল? এ যেন ঠিক কলেজের র্ফাস্ট ইয়ারের বোকা ছেলের তার বান্ধবীর কাছে বোকা প্রশ্নের মতন?

বিদ্যুৎ: যেমন?

বিশাল: "এমা তুমি শাড়ি পড়ে সিগারেট খাও?"

বিদ্যুৎ: আচ্ছা এটা আর আমার প্রশ্ন এক হোলো?

বিশাল: ঐ এক'ই হোলো।

বিদ্যুৎ: শাড়ি পড়ে সিগারেট খাওয়ার সঙ্গে আপনার মাল খাওয়ার কি সম্পর্ক?

বিশাল: সে আপনি বুঝবেন না।

বিদ্যুৎ: অবশ্য শাড়ি পড়ে সিগারেট খাওয়া মেয়েদের আমার বেশ লাগত... বেশ একটু ইয়ে ইয়ে(বেশ ভাবাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে)

কল্লোল: Excuse me-

বিদ্যুৎ: yes...

কল্লোল: গল্পটা যদি শুরু করেন!

বিদ্যুৎ: হ্যা হ্যা...এই আমাদের মাঝিপুর হল গিয়ে শহর কলকাতা থেকে অনেক দূরে একটি গণ্ডগ্রাম-

বিশাল: গণ্ডগ্রাম?

বিদ্যুৎ: মানে ঐ ছোট গঞ্জ বা শহর বা কিছু একটা। এর সঙ্গে বাইরের জগতের যোগাযোগ বলতে ঐ ট্রেনলাইন আর মেঘনার ওপর এই জেটি। দিনে তিনবার ষ্টীমার চলে নয়াপট্টি আর বদরগঞ্জ অবধি। মাঝখানে এই কেষ্টর দোকান, এই চা আর টা।

বিশাল: point এ আসুন.. বড্ড বেশী ভুমিকা হচ্ছে-

বিদ্যুৎ: আসছি......আসছি, এই কেষ্ট আর উদাস... আর সত্য সাঁপুই; সত্য হল এদের প্রানের বন্ধু, একসাথে সর্বদা চলা ফেরা।

উদাস: সে আমার বন্ধু নয়-

বিশাল: চোপ!

বিদ্যুৎ: (বলে চলে) কেষ্ট দোকান করে, উদাস মাছ ধরে আর সত্য চাষ করে। ভাল'ই চলছিল তাদের জীবন... হঠাৎ তাদের এইজীবনে এল এক পরিবর্ত্তন-

কল্লোল: কি হলো?

[নিবারণ রায়, বিষ্ণু ও ভোম্বল প্রবেশ করে; বিষ্ণু ও ভোম্বল এদিক ওদিক দেখতে থাকে দেহরক্ষীর মত, নিবারন শান্ত ভাবে বিদ্যুৎ এর পিছনে এসে দাড়ায়, নস্যি নিতে নিতে কথা শোনে]

বিদ্যুৎ: ভিন গ্রামের থেকে এক বৃদ্ধ শিক্ষক এলেন মাঝিপুরের পাঠশালার জন্যে... সঙ্গে এল তার মেয়ে মালিনী-

নিবারণ: লাউডগা এক্কেরে লাউডগা... বুকির মধ্যিটা হু হু করে রে... কচি বয়সে.. বুঝলা নাকি।

বিষ্ণু: হ কর্ত্তা, এক্কেরে ঠিক কয়েছেন।

ভোম্বল: ঠিক ঠিক।

বিদ্যুৎ: আরে নিবারণবাবু যে... কি সৌভাগ্য-

নিবারণ: সৌভাগ্যি? আমারে দিয়া তো অন্য কারো সৌভাগ্যি হয় না.. বুঝলা নাকি!

বিদ্যুৎ: কি যে বলেন..... হেঁ হেঁ-

বিষ্ণু ও ভোম্বল: (সমবেত) কোনো সৌভাগ্যি হয় না।

নিবারণ: তা বিশাল... .. বুঝলা নাকি, তোমার ভাঁড়ে কি চা নাকি কারণ বারি?

বি ও ভো: কারণ বারি!

নিবারণ: আঃ.. চুপ করবি তোরা.. ইয়ে বুঝলা নাকি-

বিশাল: আজ্ঞে-

নিবারণ: বুয়েছি বুয়েছি.. বুঝলা নাকি অত লজ্জা কি? ওরে কেষ্ট বাবা দে আমারেও এট্টু প্রসাদ দে।

বিষ্ণু: এই পেসাদ দে(কেষ্ট নিবারণকে এক গ্লাস ধরে দেয়)

বিশাল: ইয়ে নিবারণবাবু.... একটা কেলো হয়েছে...

নিবারণ: উদাস আবার কিছু করছে নাকি? কি বাবা উদাস, বুঝলা নাকি, এত উদাস ক্যানে তুমি?

উদাস: পুলিশ কর্ত্তা বলেছে আপনি দুটাকার নেতা।

[সবাই স্তব্ধ হয়ে যায়, বিশাল বিষম খায়]

নিবারণ: ক'ইছ নাকি ইকথা বাবা বিশাল?

[বিশাল ইতস্তত করে]

নিবারণ: (বলে চলে) বুঝলা নাকি, ইতে কোন লজ্জা নাই। আমি বুঝি... আমি বুঝি যে নিজের কাজের জন্যি ম্যালা মিছা কথা ক'ইতে হয়-

বিশাল: আজ্ঞে নিবারণবাবু ব্যাপার হোলো গিয়ে-

নিবারণ: ব্যাপার কিছুই না বুঝলা নাকি,......এইতে সেদিন কারে জানি আমি ক'ইলাম, বুঝলা নাকি, যে, আমাগো মাঝিপুর থানার ওসিটা একটা হল গিয়া......শুয়ারের বাচ্চা-

বি ও ভো: শুয়ারের বাচ্চা-

নিবারণ: তোদের এই সব্বদা পোঁ ধরা এট্টু বন্ধ ক'ইরবি বুঝলা নাকি,...... মাঝে মাঝে ধইরবি.. মাঝে মাঝে ধইরবি।

বিশাল: নিবারণবাবু আপনি মিছিমিছি আমার ওপর রাগ করছেন!

নিবারণ: রাগ! রাগ আমার হয় না বিশাল। তাছাড়া তোমার ওপর রাগ আমি কইরবো বা ক্যানে? .. বুঝলা নাকি, আমি কি পাগল?

বিশাল: না না আপনি পাগল হতে যাবেন কেন? (স্বগত) পাগল তো শালা আমি, কি কুক্ষনে ওকথা বলতে গেছিলাম।

নিবারণ: তবে? পাগল না হইলে কি কেউ, বুঝলা নাকি, আইনের পেতিনিধির সঙ্গে রাগ কইরে!... তবে কথা হ'ইচ্ছে কি এইবার ডিসট্রিক্ট কমিটিতে তোমার নামে কথা উইঠেছিল.... এই তোমার ম্যাজাজের ব্যাপারে লোজ্জন এট্টু চটা, বুঝলা নাকি,... তা আমি-

বিশাল: না মানে...(উদাসকে) দাড়া তোর হচ্ছে!

উদাস: পুলিশ কর্ত্তা ভয় দেখাচ্ছে-

নিবারণ: কি কচ্ছে? যাউগ কে যাউক...যা ক'ইতেছিলাম বুঝলা নাকি। তা আমি ক'ইলাম কি আমাগো বিশাল কাজের মানুষ, দক্কারে অদক্কারে থাকে আমাগো পাশে-

বিশাল: (হাত কচলে) সে তো নিশ্চয়'ই, সে তো নিশ্চয়'ই।

নিবারণ: তাই বলছিলাম, রাগ আমার হয় না... বুঝলা নাকি, তোমারে কি আমি সত্য সত্য'ই শুয়ারের বাচ্চা ব'ইলতে পারি?

বি ও ভো: কখোনোই না।

নিবারণ: তাহইলে তো তোমার বাপরেও শুয়ার বলা হয়। অথচ তোমার বাপ যে কত্ত বড় পুলিশ ছ্যালেন সে কতা তো আমরা জানি, বুঝলা নাকি?

বিশাল: হেঁ হেঁ-

নিবারণ: এই যে ধর গে উদাস, আমাগো উদাস। ওর..এ্যাতো...বেইলেল্লাপনা... আমরা ক্যানে সহ্য করি?
[বিষ্ণু ও ভোম্বল কিছু বলছে না দেখে নিবারন ধমকে ওঠে]
ক্যানে সহ্য করি?
[বিষ্ণু ও ভোম্বল সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠে]

বি ও ভো: কেন করি?

নিবারণ: কারন ওর বাপ...নমস্য ব্যাক্তি.....আমার যা কিছু শেখা তো উনার থিকাই (মাথায় হাত ঠেকিয়ে প্রনাম করে)

উদাস: শালা অভিনেতা।

বিষ্ণু: এই শালা একদম ঢুকিয়ে দেবো।

নিবারণ: ওফ বিষ্টে... এট্টু ধীরে বাবা... ধীরে। হ্যা যা ক'ইতেছিলাম বুঝলা নাকি... উদাসের বাপ ছ্যালো গে যাকে বলে এই সমস্ত মাঝিপুরের সমস্ত গরীব মানষের ভরসা... ত্রাতা। জেলে হইলে কি হয়.... দ্যাবতা মানুষ(মাথায় হাত ঠেকিয়ে প্রনাম করে)... আমাগো পার্টির যা কিছু বাড়বাড়ন্ত... সবি তো তেনার জন্যি। এত অল্প বয়সে চ'ইলে গেইলেন ...আহাহা... বুঝলা নাকি (চোখ মোছে)..আর তেনার ছেইলে উদাস... অমন বাপের এমনি ছেলে... তা কি আর করা যাবে...অরে তো আমরা ফেইলে দিতে পারি না। জেলের ছেলে বলে জেলে হ'ইয়ে থাকবে... তো থাকো!

বি ও ভো: থাকো শালা!!

নিবারণ: কতবার ক'ইলাম আয়, পার্টিতে আয়... সেই এক গোঁ... না। তোর বাপেও তরে এ্যাতো সাইধতো না রে।

উদাস: জানি সে কথা।

নিবারণ: ভেইবেছিলাম বুড়া ম্যাষ্টারের মাইয়াটা তরে বশ ক'ইরবে... কি য্যানো নাম ছিল –

ভোম্বল: মালিনী কর্ত্তা।

নিবারণ: হ হ মালিনী.. য্যামন নাম ত্যামন চেহারা.. এক্কেবারে লাউডগার মতন বল?

উদাস: চুপ করো তুমি, তোমার জিবে তার নাম উচ্চারন কোরো না।

নিবারণ: ব্যাথা লাগে নারে?... তার কথা মনে হ'ইলে আমার'ও বড্ড ব্যাথা লাগে...কি ক'ও টিটি?

বিদ্যুৎ: আজ্ঞে সে কথা আর বলতে.. হেঁ হেঁ......ইয়ে স্যার আমার ব্যাপারটা একটু দেখবেন।

নিবারণ:	আরে হ্যা হ্যা...নেহাত বুড়া ইস্টিশান ম্যাস্টরডা ঘাটে পা দিয়া লটকাইয়া আছে..নাইলে কবে তোমার প্রোমোশানটা হ'ইয়ে যেত.....রেতের বেলায় সুড়সুড়ি দেয় কেডা?
[ভোম্বল নিবারনের পিঠে টোকা দেয়]
কি ব্যাপার?

ভোম্বল:	ঐ যে কর্ত্তা (কল্লোলকে দেখায়)!

নিবারণ:	তুই কেডা?

কল্লোল:	আমি কল্লোল সেন।

নিবারণ:	কল্লোল? তা আমাগো এইখানে কি কলকলাইতে আইছ বাপ?

বি ও ভো:	বলো বাপ?

কল্লোল:	আজ্ঞে আমি একটা NGOর হয়ে কাজ করতে এসেছিলাম।

নিবারণ:	কোন এ্যান জি ও?

কল্লোল:	আজ্ঞে!

নিবারণ:	দলের আইর সব লোকেরা ক'ই?

কল্লোল:	সব ছাড়াছাড়ি হয়ে গ্যাছে...মানে ওদের কাউকেই খুজে পাচ্ছি না এই ঝড়ে।

নিবারণ:	ঝড়ে খুইজে পাচ্ছো না?

কল্লোল:	আজ্ঞে না!

নিবারণ:	তা হ'ইলে তো বড় মুশকিলের কথা। এখানে আইলে ক্যামনে?

বিশাল:	সুকনার চর থেকে উদাস ওনাকে নিয়ে এসেছে..,,

নিবারণ:	সুকনার চর? সেথায় গ্যালে ক্যামনে?

বিদ্যুৎ:	ভোলা সর্দ্দারের দর ওনাকে নদীপারের লোভ দেখিয়ে ওখানে নিয়ে গিয়ে ওনার টাকাপয়সা কেড়ে নিয়েছে।

নিবারণ:	বিষ্টে ভোলা এইবার চাঁদা দিছে?

বিষ্ণু:	না কর্ত্তা, শমন পাঠাবো?

নিবারণ:	পাঠা, পাঠা!.... শালার বড় বার বেইরেছে....জিজ্ঞেস ক'ইরলে বলে, "আমদানি কম, ডাকাইতির আর ত্যামন চল নেই কর্ত্তা, চাঁদা দিব ক্যামনে"..আর ইদিকে ঠিক'ই ভদ্দলোকের পয়সা মাচ্ছে। তা বাবা তোমার লেইগেছে নাকি কোথাও?

কল্লোল:	আজ্ঞে সেরকম কিছু না।

নিবারণ:	তা ভাল ভাল...তা যাউক গে যাউক.. ওহে টিটি.....বুড়া ম্যাষ্টর আর তার মাইয়া.... কি জানি নাম বুঝলা নাকি... হ.. মালিনী.. তা মালিনীর কি কথা হচ্ছিল?

বিদ্যুৎ:	বলছিলাম যে মালিনীরা গ্রামে আসার পর উদাস কেষ্টদের জীবনে একটা পরিবর্ত্তন আসে।

নিবারণ:	তা আসে ব'ই কি, সারাক্ষন নৌকায় নৌকায়, সুকনার চরে, ঝোপে-ঝাড়ে চার মূর্ত্তিরে দ্যাখা যাইত। মাইয়া তো নয়..সে ছিল ছেইলের থিকাও বেশী, বুঝলা নাকি।

বিশাল:	একেবারে চতুষ্কোন প্রেম!

নিবারণ:	চতুষ্কোন নয়, বোধহয় ত্রিকোন। কেষ্ট ওসব মাখামাখির মধ্যে ছিল না, কি কস কেষ্ট?

কেষ্ট:	ই বাত হামি নেহি করনা চাতে হ্যায়।

নিবারণ:	কেন রে, লাশ তো তুইও দেখেছিলি নাকি?

কল্লোল:	লাশ!

উদাস:	চুপ করো তোমরা!

বিদ্যুৎ:	হ্যা কল্লোলবাবু লাশ। বৃদ্ধ পাঠশালার শিক্ষকের লাশ মেলে তাদের বাসস্হানের অদূরে; পয়সার অভাবে ওনারা গ্রামের সীমানার বাইরে একটা নির্জর্ন পোড়ো শিবমন্দিরের ভেতরে থাকতেন। তবে মালিনীর লাশ মেলে অন্যখানে-

কল্লোল:	মালিনীর লাশ? কোথায়?

উদাস:	চুপ করো তোমরা, চুপ করো দয়া করে।

বিদ্যুৎ:	সুকনার চরে...শরীরে অত্যাচারের চিন্হ ছিল-

উদাস: স........ত্য (চিৎকার করে বিলাপ)!

নিবারণ: হ্যা সত্য, তোর প্রানের বন্ধু সত্য'ই তর যা কিছু ছিল সব কেইড়ে নিয়েছিল রে উদাস। তর, আমার, সবার, এই সারা মাঝিপুরের শত্তুর সত্য সাপুই..... আর সেই জন্যি তো আজ সে জ্যালে পচছে, ... আর তুই মুক্ত... কেষ্ট মুক্ত... কি কস কেষ্ট... বুঝলা নাকি?

কেষ্ট: হামকো ই বাত-

বিশাল: কিন্তু, নিবারণবাবু, সত্য এখন আর সেন্ট্রাল জেলে পচছে না-----

নিবারণ: ট্রান্সফার হয়েছে? কি তিহার জেলে? তা ওরকম কয়েদীকে কড়া জায়গাতে রাখা ভাল।

বিদ্যুৎ: আজ ঝড়ে জেলের পশ্চিম পাঁচিল ভেঙে পড়েছে... রেডিয়োতে বলেছে... আপনি শোনেন নি?

নিবারণ: মানে? ইতে সত্য সাপুঁই এর কি?

বিশাল: সত্য সাপুই আরো কয়েকজন কয়েদীর সঙ্গে পালিয়েছে। হয়তো সে এখন মাঝিপুরের দিকেই আসছে।

নিবারণ: (বাকরূদ্ধ হয়ে) স-সত্য পলাইছে!

বিদ্যুৎ: হ্যা পালিয়েছে অথবা এদিকে আসছে।

নিবারণ: আর তোমরা শুয়ার এতক্ষন মজা মাইরছ? বিষ্টে দমকল ডাক, পুলিশ ডাক... নারে শালা... পুলিশ তো হতভাগা এইখানেই। এ্যাই পুলিশ তোর দলবল ক'ই?

বিশাল: নিবারনবাবু আপনি কিছু চিন্তা করবেন না...আমি সমস্ত মোড়ে মোড়ে পুলিশ লাগিয়ে দিয়েছি-

নিবারণ: চিন্তা করবেন না... চিন্তা করবেন না...সে ব্যাটা যে সোজা আমার ঘাড় মটকাইতে আসছে সে কথা কি জানো?

উদাস: কেন?

নিবারণ: আরে সে হল গিয়ে মাঝিপুরের শত্তুর...আর আমি হ'ইলেম গিয়ে মাঝিপুরের মাথা।

বিদ্যুৎ: তা ঠিক। তো বিশালবাবু আপনি কি মাঝিপুরের পা?

বিশাল: আরে রাখুন তো আপনার মস্করা?

নিবারণ: বিষ্টে তুই যা.. গিয়া সব ছেলেদের খবর দে...এ হতভাগা পুলিশের ভরসায় থাইকলে চলবো না...সব ছেলেপুলে যেন জিনিসপত্তর যা কিছু আছে.. সঙ্গে লয়ে আসে...পেটো,ফেটো-

বিশাল: এসব ইলিগ্যাল ওয়েপন ইয়ুজ করলে কিন্তু ঝামেলা হতে পারে।

নিবারণ: আরে রাখো তোমার ঝামেলা....আমার ভূঁড়ি ফাসায়ে দিলে ঝামেলার বাকি থাকবেটা কি আর শুনি? বিষ্টে থাক তুই যাস না...তুই আমার কাছে কাছে থাক...ভোমলা যা... দক্ষিনপাড়া, কলতলা, বটতলা, মাঝেরপাড়া সব জাগায় খবর দিবি...না-না মাঝের পাড়া নয়, মাঝের পাড়া নয়...ওখানে সব চাষাগুলো থাকে...ওরা সব ব্যাটা সত্যরে পসন্দ ক'ইরতো-

ভোম্বল: কোনো চিন্তা করবেন না কর্ত্তা, আমি সব্বাইকে নিয়ে এখুনি আসছি-ই-ই—

[ভোম্বলের প্রস্হিন]

নিবারণ: কলতলা আর দক্ষিনপাড়া ছেলেপুলেরা য্যানো আসে হে ভগবান...ছেলেপুলেগুলো ভাল...কাজে কম্মে ভয় টয় না।

(মাথায় হাত ঠেকিয়ে প্রার্থনা করে)

বিশাল: নিবারণবাবু, আমার লোকেরা মাঝিপুর ঢোকার সমস্ত পথ আগলে রেখেছে....সে এখানে কিছুতেই আসতে পারবেনা।

নিবারণ: তোমার কথায় শুয়ার আর বিশ্বাস করি...একবার বিশ্বাস কইরে ঠইকেছি। 'নিবারন বাবু কাকেপক্ষীতে টেইর পাবে না'.. শা—লা--- রাজ্য শুধু লোক টেইর পেইয়ে গেল...বোঝলা নাকি।

বিশাল: আপনি কি করছেন? আস্তে আস্তে...আপনি দেখছি আমাদের সবাইকে ডোবাবেন-

বিদ্যুৎ: আপনাকে একটু শান্ত আর সংযত হতে হবে নিবারণ বাবু।

নিবারণ: এই টিটি আমার কাছে আর তোর ঐ জ্ঞান ফলাইতে হবে না।

উদাস: আপনারা যত'ই তারে রুখুন কর্ত্তাবাবু, সত্য চাইলে ঠিকই এখানে আসবে।

নিবারণ: কি-কি ক'ইতাছস?

বিশাল: কি করে সে আসবে ...লাইন ভেসে গ্যাছে....একমাত্র উপায় মেঘনা সাঁতরে পার হওয়া ... এখন নদীর যা অবস্থা জলে নামলে নির্ঘাত মৃত্যু।

উদাস: আপনি জানেন না পুলিশকর্তা সত্যকে, সে অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারে।

নিবারণ: পারল কৈ, আমরা তারে তো ঢুকায়ে দিছিলাম।

বিষ্টে: কিন্ত এখন বাইর তো হইছে কর্ত্তা...

নিবারণ: তা যা কইছস...

{Lights: FL off; LS & RS both are on red filter}

উদাস: মনে পড়ে তোর কেষ্ট আমরা তখন ছোট, শীতের শেষ সূর্যের রঙে মেঘনার জল লালে লাল, ইদিকে জোয়ারের টানে সাঁতরানো যায়ে না, আমরা নয়াপট্টির থেকে বল খেলা সেরে ঘরে ফিরছি... মনে পড়ে কেষ্ট?

কেষ্ট: ইয়াদ আছে রে উদাস।

উদাস: ঘাটে এসে দেখি ঘাটে একটাও ফেরি নেই। সত্য আমার হাত টেনে বললে ভয় কি চল সাঁতরে পার হব। আমি দোনোমোনো করছি দেখে বললে, তুই না জেলের ছেলে? ... বলে এক লাফে জলে... আমরা পরে যখন ফেরি নিয়ে ফিরলাম... সে তখন এপাড়ে জেটীর উপর বসে হাসছে। বললে ভয় পাস কেন, আমি তো ভয় পাই না।

নিবারণ: বিষ্টে ... ভোমলা এত দেরী করছে ক্যান রে?

বিষ্টে: আসবে কর্ত্তা, এই ত গেল।

উদাস: তাই বলছিলাম সে যদি আসার হয় ঠিক আসবে... আর আমি তারে জিজ্ঞ্যাসা করব...

কেষ্ট: (ভয়ার্ত কন্ঠে) কি জিজ্ঞ্যাসা করবি?

উদাস: যে প্রশ্নটা আজ সতেরো বছর ধরে বুকে চেপে আছি।

{Lights: FL on; LS & RS both are on w/o filter }

কল্লোল: কি প্রশ্ন? ইয়ে উদাসবাবু ব্যাপারটা যদি একটু খুলে বলেন... মানে আপনাদের কেউ ব্যাপারটা ঠিক পুরোপুরি বলছেন না বলে কেমন গোল পাকিয়ে যাচ্ছে।

নিবারণ: তোর এত কৌতুহল ক্যানে রে? *{Lights: FL off; LS & RS both are on red filter}*

উদাস: আমি তো বাবু আপনাদের মত এত গুছিয়ে বলতে পারি না... আমি শুধু জানি আমরা বেশ ছিলাম। আমি সত্য আর কেষ্ট আর মালিনী। আমার বাপটা আমাকে আর মাকে বড় কষ্ট দিয়েছিল।আমার সব দুঃখ কষ্ট আমি ভুলে গিয়েছিলাম আমার এই বন্ধুদের পেয়ে। বড় আনন্দে ছিলাম আমরা। বনে বাদাড়ে সুকনার চড়ে আমরা হেসে খেলে বেড়াতাম।

কেষ্ট: (উঠে এসে উদাসের পাশে দাঁড়িয়ে) ঠিক বলেছিস উদাস।

উদাস: সত্য বাঁশি বাজাত, মালিনী গান গাইত, কেষ্ট মাছ পুড়িয়ে রান্না করত। আর আমি দুচোখ ভরে দেখতাম... আমার বন্ধুদের দেখতাম। মালিনী আমার বোনের মত ছিল বাবু... কেষ্টর ও তাই। আমরা সবাই তাকে স্নেহ করতাম আর জানতাম একদিন সত্যের সাথে তার বিয়ে হবে, তাই আমি বুঝি না সত্যে কেন এ কাজ করল। আমি তাকে জিজ্ঞ্যেস করতে চাই কেন?

নিবারণ: তোর সঙ্গে তার পেয়ার ছিল না?

কল্লোল: কিন্তু ঠিক কি হয়েছিল?

উদাস: আমি ঠিক জানি না বাবু, সেদিনটাও ছিল আজকের মত ঝোড়ো রাত, আমি সেদিন মকবুল আর কজনের সাথে মোহনায়ে গিয়েছিলাম জাল ফেলতে। মোহনা তখন উথাল পাথাল, আমরা কজন কোনক্রমে প্রাণ হাতে নিয়ে ফিরি, ফিরতেই কেষ্ট খবর দিল বুড়া মাস্টার মরে গেছে... সে বললে সত্যকে দেখেছে এবং দেখতেই সত্য ছুটে এসে তাকে জিজ্ঞাসা করেছে মালিনী কোথায়?

কল্লোল: কেষ্ট বাবু, আপনি তাকে কি বললেন?

কেষ্ট: হামি তাকে কি বলব? কি বলব?

উদাস: কেষ্ট জানতো না মালিনী কোথায়...

কেষ্ট: উসকা শরীর মে তব শের কা তাকত। ... মুঝকো মুঝকো...

উদাস: সত্য কেষ্টকে শক্ত করে ধরে বার বার জানতে চেয়েছিল মালিনী কোথায়ে। তারপর... তারপর পুলিশ কর্ত্তা তাকে সুকনার চরে খুঁজে পায়। *{ Lights: FL on; LS & RS both are on w/o filter }*

বিশাল: আমি দেখি সত্য হাতে একটা রক্তাক্ত ছুরি নিয়ে হাসছে। আর সামনে মালিনীর মৃতদেহ।

উদাস: আমি সত্যকে শধু একবার শুধতে চাই কেন সে এ কাজ করলে? কেন? কোন রাগের বসে সে একাজ করলে?

কল্লোল: But, obviously he could be framed. আপনার বন্ধু সত্যকে হয়ত কেউ বিপদে ফেলতে চায়।

উদাস: বিপদ?

বিশাল: কি বলতে চান আপনি?

বিদ্যুৎ: একটু খোলসা করে বলুন তো।

কল্লোল: মানে আপাত দৃষ্টিতে যা সত্য বলে মনে হচ্ছে তা হয়ত সত্য নয়।

বিশাল: এ তো সোজা ব্যাপার ... এর মধ্যে ব্যাকা ট্যারা আপনি দেখছেন কোথায়? এদের মধ্যে চর্তুকোণ প্রেম; সত্যের রাগী মেজাজের কথা সবাই জানে ... সে বোধহয় বুড়ো মাস্টারকে বিয়ের কথাটা পাড়তে গিয়েছিল ... মাস্টার রাজী হননি ... কোন শিক্ষিত লোক নিজের মেয়ের সঙ্গে চাষার বিয়ে দিতে চায়?

বিদ্যুৎ: ঠিক ... সুতরাং সত্য রেগেমেগে বুড়োকে সাবড়ে দেয় এবং সুকনার চরে গিয়ে মালিনীকে শেষবারের মত জিগ্যেস করে যে সে তাকে বিয়ে করবে কি না ... শক্ত মেয়ে নিশ্চয় মত পাল্টায়নি, ব্যস ...

কল্লোল: কিন্তু উদাস তো বলছে ওরা জানত যে সত্য আর মালিনীর মধ্যে ভালবাসা ছিল।

বিশাল: হয়ত তা নয়, হয়ত মালিনী উদাসকে ভালবাসত ... সত্য তাকে কোণঠাসা করলে সে কথা তাকে বলেছিল ... মেয়েদের মন কে বোঝে?

কল্লোল: হয়ত কেউ ঘটনাটাকে এইভাবে ঘটেছে বলে আমাদের ভাবাতে চাইছে, হয়ত আরো গূঢ় স্বার্থ আছে সত্যকে অপরাধী সাজাবার যাতে করে আসল অপরাধীকে কেউ দেখতে না পায়, হয়ত সত্য সম্পূর্ণ নির্দোষ ...

নিবারণ: হয়ত আমার জানার দরকার আছে তুই শালা কে? (পকেট থেকে রিভলবার বের করে কল্লোলের দিকে তাক করে) কোন NGO এখানে কাজ করছে না, কোন সার্ভে হচ্ছে না ... কে তুই শালা, বল?

বিষ্ণু: বল শালা?

নিবারণ: আসা ইস্তক কলকলানি ... সুকনার চরে তুই কি করতাছিলি, বল শালা (বিষ্ণু কল্লোলকে মাটিতে পেড়ে ফেলে) বল হারামজাদা কে তুই?

কল্লোল: বিশ্বাস করুন ... আমি কোন মিথ্যে কথা বলিনি।

নিবারণ: বল তুই কি টিকটিকি নাকি সত্যের আরেক বন্ধু? কে তুই? ক্যাডা তরে পাঠায়েছে? তুই কি সরকারের লোক? কেন্দ্রের লোক? C.B.I?

কল্লোল: না... না-

উদাস: একটা নির্দোষ লোককে কেন এমনভাবে মারছেন কর্তা?

বিষ্ণু: চোপ শালা-

বিশাল: নিবারণ বাবু ছেড়ে দিন ওনাকে। ঝামেলা ...

নিবারণ: তুই চুপ কর। অনেক কথা শুনছি তোর-

[ভোম্বলের প্রবেশ]

ভোম্বল: [হাপাতে হাপাতে] কর্তা, দলের সবাই এসে গেছে কর্তা।

নিবারণ: সবাই।

ভোম্বল: না সবাই না ... মানে সত্যের নাম শুনে অনেকে আসেনি ... তাও জনা পঞ্চাশ হবে

নিবারণ: ইতেই হবে। ভোমলা তুই ওদের গিয়ে তৈরী রাখ।

ভোম্বল: ঠিক আছে। ও কর্তা, স্টেশন থেকে খবর পেলাম লাইন খুলে গেছে ... শিয়ালদার গ্যালপিং লোকাল পাস করবে ... তারপর অন্য গাড়ি সব আসবে।

নিবারণ: ঠিক আছে তুই যা।

[ভোম্বলের প্রস্থান]

এবার বলেন টিকটিকি মশাই আপনার কথা।

বিদ্যুৎ: নিবারণ বাবু ওনাকে ছেড়ে দিন নাহলে legal problem হয়ে যাবে।

নিবারণ: টিকটিকির জন্য টিটির চিন্তা। শালা যতসব দু নম্বরী advisor … নিবারণবাবু এক ঢিলে দুই পাখি, মেয়ে আর জমি ... বুড়ো টেঁসলে শিবমন্দির হাতে ... আজ শালা সাত বছর ধরে এই বাশ ছাড়াতে পারছি না

বিদ্যুৎ: আস্তে আস্তে ... কি করছেন আপনি?

বিশাল: নিবারণবাবু বন্দুকটা আপনি আমায় দিয়ে দিন।

নিবারণ: কেন? তাহলে আমারেও বুড়ো মাস্টারের মত ফটাস ডুম কইরে দিবি?

উদাস: কি বলছেন আপনারা কর্তারা?

বিদ্যুৎ: এসব কথা কি এখন আলোচনা না করলেই নয়?

বিশাল: আমি বুড়োকে মারতে চাইনি... আপনি বলেছিলেন।

নিবারন: আমি বইলেছিলাম? আমি বইলেছিলাম শুধু একটু উত্তম-মধ্যম দিয়া মন্দিরের কাগজে একটা শুধু সাইন করায়ে ল'ইতে-

{Lights: FL off; LS & RS both are on red filter}

বিদ্যুৎ: বুড়ো কাগজটা পড়তে চাইল যে...কিছুতেই না পড়ে সাইন করবে না। বলে মন্দির ভেঙ্গে কি করবে বাপ? চাষের জমি তো মায়ের মতন, মাকে বেচবে?

বিশাল: ঝামেলায়ে পড়ে গেলাম আমরা। আপনি তো তখন সুকনার চরে মজা মারছেন, আর জানেন তো, বেশি আলোচনা-তক্ক আমার পোষায় না।

উদাস: কি বলছেন আপনারা কর্তা?

(দূরে ট্রেন আসার শব্দ পাওয়া যায়; ট্রেনের শব্দ ক্রমশ জোরালো হতে থাকে)।

বিদ্যুৎ: ব্যস, আর কি, এসব মিটতে না মিটতেই সে খোকা এসে হাজির। বিশালকে আমি পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে সুকনার চরে যেতে বললাম ... আর সামনের দরজা দিয়ে তার সাথে মোলাকাত করলাম।

উদাস: কর্তা কি বলছেন আপনি? কাকে দেখলেন?

বিদ্যুৎ: সত্যকে ... বললাম তাকে যে তুই বুড়োকে মেরে মালিনীকে সুকনার চরে নিয়ে গেছিস।

বিশাল: আমরা অবশ্য তার জন্য সুকনার চরে অপেক্ষা করছিলাম। ততক্ষনে নিবারনবাবু ভালভাবে মালিনীর শরীরে আয়েস মিটিয়ে নিয়েছেন। তার শরীরে প্রান কিছু তেমন আর ছিল না।

নিবারন: নিবন্ত পিদিমের মতন ধুকপুক ক'ইরছিল বুইঝলি!!

বিষ্ণু: যেটুকু প্রান বাকি ছিল তা আমি এক চাকুর টানে শেষ করে দিলাম।

বিশাল: ঠিক তার পরেই সত্য এল। আসামাত্র'ই তাকেই খুনি সাব্যস্ত করে ফেললাম আমি। হাতকড়া পরিয়ে সোজা সদরে চালান। ছুরিতে হাতের ছাপ আর নিবারনবাবু আর বিদ্যুৎবাবুর উকিলমহলে জানাশোনার দরুন সহজেই কোর্টে সাজা হয়ে গেল।

নিবারন: আমাদের গপ্পটি ফুরাল, নইটে গাছটি মুড়ালো।

উদাস: আপনারা কি মানুষ? আপনারা পিশাচ।

নিবারন: বিইজনেস, কি ক'রুম বল? বিইজনেসের খাতিরে সব ক'ইরতে হয়। তর বন্ধু তলে তলে ক'ইলকাতার সদরে আমাদের নামে ঝামেলা করতাছিল... কাগজের লোকের সাথে কথা ব'ইলছিল আর চাষাগুলারে আমাগো পার্টির বিরুদ্ধে খ্যাপাইতেছিল। কি করুম বল? ইদিকে বুড়া মাস্টারটা কিছুতেই মন্দির আর ওর লাগোয়া জমি দখল ল'ইতে দিবে না। বিইজনেসের ঝামেলা। কি করুম বল?

উদাস: কিন্তু মালিনী...সে তোমাদের কি ক্ষতি করেছিল?

নিবারন: কিছু না। সে ছিল একটা সুনদর গোলাপ। আমি গাছ থিকা তুইলা নিলাম, বুঝলা নাকি। দ্যাখ... এইসব কান্না জড়ানো কথা ক'ওয়ার আগে এই কথাটা জেইনে রাখ যে আমরা তর সবচেয়ে বেশি ক্ষতি কিন্তু করি নাই।

বিদ্যুৎ: না, না।

নিবারন: মালিনীরে সুকনার চরে লয়ে যাওয়ার বুদ্ধিটা ঐ টিটি দিছিল্ । ফাকা জায়গা... কাজ কম্মে সুবিধা হয় ব'ইলে আমিও আপত্তি করি নাই... কিন্তু ওরে লয়ে গিছিল কেডা? অমন শক্ত মা'ইয়ারে নির্ঝঞ্ঝাটে নৌকায় চাপায়ে ল'ইয়ে গেছিল কে? জোর করে নিলি তো গ্রামশুদ্দু লোকে তার চিৎকার শুনতি পেত।

কল্লোল: নিশ্চয়ই এমন কেউ যাকে মালিনী বিশ্বাস করত।

নিবারন: কলকলানির বুদ্ধি আছে ... আমি তো খারাপ লোক, যাকে বলে ইভিল, আর তোর বন্ধু.. কেষ্ট? কি সে? মীরজাফর?

উদাস: কেষ্ট! কেন? কেন?

কেষ্ট: বিশ্বাস কর উদাস, এ কাজ আমি করতে চাইনি ... আমার বুড়ো বাপমাকে ওরা ... ওরা জানে মেরে দেবে বলেছিল ... আমি চাইনি ... আমায়ে ক্ষমা কর উদাস ... এ উদাস।

উদাস: না রে কেষ্ট ... আমি জানি দোষ তোর নয় ... দোষ আমাদের সমাজের ... এইসব পিশাচের মত কর্তাবাবুদের যারা আমাদের গরীবদের জীবন নিয়ে খেলা করে ... এমন কি বন্ধুত্বকে নিলামে চড়ায়ে ... কিন্তু কোনো চিন্তা নেই রে ... সত্য আসছে ...... সবাই জানতে পেরে যাবে এদের অত্যাচারের কথা ... সত্য আসছে রে কেষ্ট।

নিবারন: তুই শালা এখনো আশা রাখছিস?

বিদ্যুৎ: এই বিশালবাবু একটা কিছু করুন – সে ব্যাটা সত্যি চলে এলে কিন্তু কেলো হয়ে যাবে।

নিবারন: আরে পুলিশ কিছু কর ... ভোমলা ... এ ভোমলা, ছেলেপিলেকে বল আমাকে ঘিরে বসে থাকতে।

(ভোম্বলের প্রবেশ)

ভোম্বল: কত্তা ... ও কত্তা ... রেডিও ... রেডিওতে কি বলছে!

নেপথ্যে: খবরে প্রকাশ পলাতক কয়েদীদের প্রত্যেকে আজ পুলিশের গুলিতে নিহত হয়েছে ... নিহতদের মধ্যে আছে সত্য সাপুই ... অনাদি দাঁ...

(নিবারন হাসতে আরম্ভ করে, বিশাল ও বিদ্যুৎ যোগদান করে উদাস আর কেষ্ট মাটিতে বসে পড়ে নেপথ্যে আবহ সঙ্গীত বাজে)

- সমাপ্ত -